Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৫ নভেম্বর, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ২৪ নভেম্বর, ২০১৪ ৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২১

বর্ধমানে পুকুর থেকে উদ্ধার বিস্ফোরক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৮ নভেম্বর : জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা আবার সাফল্য পেল। আমজাদ সেখকে জেরা করে জানতে পারে কেশবগঞ্জচটিতে জনৈক পুলক সাধুর বাড়িতে সে গোডাউন ভাড়া নেয়। এরপর তদন্তকারী দল পুলক সাধুকে জেরা করে। জেরা করে জানতে পারে প্রমাণ লোপাটের জন্য সে বিস্ফোরক ভর্তি কন্টেনারগুলি বোরহাটের রবীন্দ্রভবনের কাছে এক পুকুরে ফেলে দেওয়া তদন্তকারীরা রবীন্দ্রভবনের পাশের পুকুরে তল্লাশি চালিয়ে পাঁচটি কন্টেনার উদ্ধার করে। এদিনই এন আই এ পুলক সাধুকে তাদের হেফাজতে নিয়েছে। পুলক সাধু এলাকার পরিচিত তৃণমূল কর্মী।

নারী সুরক্ষার দাবিতে মহিলা সমিতির ডেপুটেশন বর্ধমানে

সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ : স্মরণসভায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ২০ নভেম্বর : যে মানুষগুলি মালিকদের শোষণের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, গড়ে তুলেছেন শ্রমিকদের সংগঠনের মঞ্চ—ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, কে লি য. বি. মজদুরসভা—সেই সব কমিউনিস্ট সংগঠকদের স্মরণসভা করলেন রানিগঞ্জের মজদুরেরা ২০ নভেম্বর রাানিগঞ্জে। কমনীয় দাশগুপ্ত, রাখাল গাঙ্গুলি ও সীতারাম গোপী অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ও সারা জীবন মালিকের শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে লড়াই চালিয়ে গেছেন। কোলিয়ারি মজদুর সভার (সি আই টি ইউ) নেতা মোহন মাহাতো আজীবন মালিকের শোষণের বিরুদ্ধে কোলিয়ারি মজদুরদের সংগঠিত করেছেন। স্মরণসভায় শ্রদ্ধার সঙ্গে উপস্থিত শ্রমিকরা সহ বংশগোপাল চৌধুরী, রুণু দত্ত সহ শ্রমিক নেতা আজকের কঠিন সময়ে এইসব কমরেডদের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করে তাঁদের আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করার ও সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার শপথ নিলেন।

দশ দফা দাবির ভিত্তিতে ২৬ নভেম্বর গ্রাম বাংলার কৃষিকাজ স্তব্ধ হবে

ভাতাড় বি ডি ও-র নিকট কৃষক সভার ডেপুটেশন, ছবি : সৌমেন কার্ফা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ নভেম্বর : ১০০ দিনের কাজ করেছে গত জানুয়ারি মাস থেকে ৪০দিন। বর্ধমান সদরের অশোক সাঁতরা, কার্ত্তিক বৈরাগ্যর মাথা পিছু ৬৮৮০ টাকা (১৭২ x ৪০) পাওনা। জেলার হাজার হাজার ক্ষেতমজুর ১০০ দিনের কাজ করে টাকা পায়নি। নতুন করে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে দিতে চাইছে সুদিনের মোদি সরকার। তার ওপর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো ধান কাটা, ঝাড়াই প্রযুক্তি মেশিন আসায় কাজের সংখ্যা কমছে। কমছে মজুরিও। চরম সংকটে ক্ষেতমজুর। আবার অভাবের মুখে পড়তে চলেছে ক্ষেতমজুর।

সুখে নেই কৃষকরাও। ধান ওঠার মুখে দাম নামছে হু-হু করে। বাড়ছে অভাবি বিক্রি। গতবার যেখানে এই সময়ে ধানের দাম ছিল ৮২০ টাকা, এবার সেখানে ধানের দাম এখন ৭০০ টাকা বস্তা (৬০ কেজি)। সরকারি দাম যেখানে ৮২৫ টাকা বস্তা (৬০ কেজি), সেখানে বিক্রি চলছে ৭০০ টাকা বস্তা। বিঘা পিছু যখন খরচ ৮০০০-৯০০০ টাকা, তখন ৭০০ টাকা বস্তা ধান বিক্রি করে দু-মুখ সমান হবে? কেন্দ্র মূল্য নিয়ন্ত্রণ কমিশন ১৩৬০ টাকা কুইন্ট্যাল দাম ঘোষণা করেছে। রাজ্য সরকার বোনাস দিচ্ছে ১৫ টাকা কুইন্ট্যাল। যেখানে পাশের বিহার সরকার কুইন্ট্যালে ২০০ টাকা বোনাস দিচ্ছে। গত বামফ্রন্ট সরকার ১০০ টাকা পর্যন্ত বোনাস দিয়েছিল। ফাটকাবাজরা এখন বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। সরকারের ভূমিকা নেই বললেই চলে। ফলে কৃষক শ্রমিক এখন চরম আর্থিক সংকটে পড়েছে। জিনিসপত্রের দাম এবং চাষের সরঞ্জাম আকাশছোঁয়া।

কৃষক-শ্রমিক ঐক্য গড়ে তুলতে আগামী ২৬ নভেম্বর সমস্ত বামপন্থী কৃষক সংগঠনগুলির ডাকে কৃষিকাজ স্তব্ধ হবে। কৃষকদের ধানের সহায়ক দাম এবং ক্ষেতমজুরদের সরকার নির্ধারিত দাম সহ দশ দফা দাবিতে ২৬ নভেম্বর স্তব্ধ হবে গ্রামবাংলা। কৃষকসভার দাবি ১৫০ টাকা এবং ২ কেজি চালের দাবিতে ক্ষেতমজুররা গ্রামে গ্রামে মিছিল করছে। গ্রামে গ্রামে মাতব্বররা এই ক্ষেতমজুর আন্দোলনকে বিভাজন করতে চাইছে। কৃষক এবং ক্ষেতমজুরদের সমস্যাকে ভাগ করতে চাইছে।

সারা ভারত কৃষকসভা বর্ধমান জেলা সম্পাদক আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল জানান ক্ষেতমজুরদের ভিতেই গ্রামবাংলার আন্দোলন বেঁচে আছে। ধানের সহায়কমূল্য ক্ষেতমজুররা চায়। তারা জানে কৃষক না বাঁচলে ক্ষেতমজুর বাঁচবে না। তাই যতই চক্রান্ত চলুক কৃষক ঐক্য কেউ ভাঙতে পারবে না। ২৬ নভেম্বর কৃষকসভা সর্বাত্মক ধর্মঘটে নামবে।

তার আগে জেলার সমস্ত ব্লকে ব্লকে কৃষকসভার উদ্যোগে ১০ দফা দাবিতে ডেপুটেশন চলবে। পঞ্চায়েতগুলিতেও দাবি জানানো হবে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা পাওনার জন্য। ১৭ নভেম্বর ভাতাড় বি ডি ও অফিসের কাছে হাজার হাজার কৃষক জমায়েতে অংশ নেয়। দাবিগুলি নিয়ে বি ডি ও-র কাছে প্রতিনিধিত্ব করেন কৃষকনেতা বামাচরণ ব্যানার্জী, সুভাষ মণ্ডল প্রমুখ।

পাশে দাঁড়িয়েছে অসংগঠিত শ্রমিক, কারখানার শ্রমিকরাও। ক্ষেতমজুরদের কাজ কমে যাওয়ার জন্য অসংগঠিত ক্ষেত্রে ভিড় বাড়বে। তাই শ্রমিকরাও কাজে যাবে না। ২৬ নভেম্বর স্তব্ধ হবে গ্রামবাংলা।

কয়লা শিল্পের বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ বাঁশড়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ২৩ নভেম্বর : কয়লা শিল্পের বিলগ্নীকরণ ও বেসরকারিকরণ-এর চক্রান্তের প্রতিবাদে আজ সি এম এস আই(সি. আই. টি ইউ)-এর পক্ষ থেকে বাঁশড়া শ্রমিক মঞ্চে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কয়লা শ্রমিক সহ এলাকর সাধারণ মানুষ ও মহিলা সমাবেশে অংশ নেন। সভাপতিত্ব করেন উদয় গাঙ্গুলী। সমাবেশে বংশগোপাল চৌধুরী বলেন, বর্তমান কেন্দ্রের সরকার অতীতের কংগ্রেস সরকারের মতো কয়লা শিল্পকে ব্যক্তিমালিকানায় তুলে দিয়ে শ্রমিকের অর্জিত অধিকারকে খর্ব করতে চাইছে। কয়লা শিল্পের বিলগ্নীর অর্থ হচ্ছে এলাকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উপর আঘাত হানা। তৃণমূল কংগ্রেস প্রকৃ ত প ক্ষে বা ম প ন্থী দে ব বিরোধিতা করতে গিয়ে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের শরীক হচ্ছেন। দেশ ও রাজ্যের স্বার্থে সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। বক্তব্য রাখেন দিব্যেন্দ মুখার্জী। পুলিশের অনুমতি নিয়ে এই সমাবেশ হলেও এই সভাকে বানচাল করার জন্য তৃণমূলের পক্ষ থেকে অনুমতি ছাড়াই মিছিল বের করা হয়। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। এই ঘটনায় হতবাক স্থানীয় মানুষ। কয়লাশিল্পের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত স্থগিত করার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন শ্রমিক কর্মচারীরা।

বোরো চাষে জল পাওয়া অনিশ্চিত চাষিদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ নভেম্বর : আমনে ভাল ফলন হওয়া সত্ত্বেও অভাবি বিক্রির কবলে পড়ে লোকসানের বোঝা সরতে না সরতেই বোরো চাষে জল পাবে না—এ খবর চাষিদের কাছে গভীর দুঃসংবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের শস্যভাণ্ডার বর্ধমান জেলার চাষিরা বোরো চাষের জন্য মুখিয়ে থাকে। কেননা বোরো চাষ ভালোয় ভালোয় উঠলে ফলন ও বেশি দাম পাওয়া যায়। মাত্র তিন মাসে লাভ বেশি হওয়ায় বোরো চাষের দিকে ঝোঁক বেশি চাষির। ২০ নভেম্বর জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকারে জানান এবারে জলাধারে কম জল থাকায় বোরো চাষের জন্য জল দেওয়া যাবে না। এবার জলাধারে এখনও পর্যন্ত ৯০ হাজার কিউসেক জল আছে। গতবছর যেখানে জলাধারে জল ছিল ৪ লক্ষ ৬০ হাজার কিউসেক। গতবছর জেলা বোরো চাষের জন্য জল পেয়েছিল ১ লাখ একর জমিতে। তিনি জানান জলাধারে যা জল আছে তাতে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের জল রেখে আর অবশিষ্ট থাকবে না। তাই এবার জল দেওয়া যাবে না।

এবার জলাধারের কাছে ক্যাচমেন্ট এলাকাতে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয়নি। মূলত ঝাড়খণ্ড রাজ্যে ভালো বৃষ্টি হলে জলাধারে জল জমে। তাছাড়া আশ্বিন মাসে সেরকম নিম্নচাপের বৃষ্টিও হয়নি। মূলত আশ্বিন মাসের বৃষ্টির জল ধরে রাখা হয় জলাধারে।

বোরো চাষের জলের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ২৪ নভেম্বর। ঐদিন বর্ধমান, বীরভূম, হুগলি জেলার আধিকারিকদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়েছে।

ভাতাড়ের চাষি পরেশ হাজরা জানালেন বোরো চাষ হবে না জেনে চাষির মাজা ভেঙে যাওয়ার অবস্থা। বীজতলা তৈরির কাজ চলছিল বোরো জল পাবার আশায়। এখন সাবমার্শিবল মালিকদের পোয়া বারো। বিঘা প্রতি সেচের দাম বাড়িয়ে দেবে। ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে।

ক্ষেতমজুরদের অবস্থা আরও সঙ্গীন। ১০০ দিনের কাজও বন্ধ। তার ওপর বোরো চাষে জল না দিলে কাজের সংখ্যা কমে যাবে। ফলে মজুরিও কমে যাওয়ার আশঙ্কা। সংকটে পড়বে ব্যাপক ক্ষেতমজুর। অনেক ক্ষেতমজুর ভাগে চাষ করে সারা বছরের গরম ভাতের ব্যবস্থা করতে পারতো। তাতেও ছাই পড়লো জল না দেওয়ায়। ১০০ দিনের কাজ করেও টাকা পায়নি—প্রায় ১৪ হাজার টাকা এক একটি পরিবার। আর ১০০ দিনের কাজ পাবে কিনা সে নিয়েও দুশ্চিন্তায়। যেভাবে জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া হচ্ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কৃষক, ক্ষেতমজুর এঁটে উঠতে পারছে না। তার ওপর বোরো চাষ বন্ধ, ১০০ দিনের কাজ বন্ধ, গ্রামীণ অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়বে।

নতুন চিঠি

২৪ নভেম্বর, ২০১৪

ভয়ের কবলে তৃণমূল

ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে অপরাধীর নানারকমের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। কেউ পালিয়ে, আত্মগোপন করে রক্ষা পেতে চাইতে পারে। কেউ ভয়ে থরহরি কম্পান হয়ে এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, বা অসুস্থতার ভান করতে পারে যে এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে ভর্তির পর ভর্তি হয়ে চলে। আবার কেউ এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে যে পাল্টা ভয় দেখিয়ে ভয়কে পরাস্ত করতে চায়। প্রতিপক্ষের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তাকে আক্রমণের মাধ্যমে আত্মরক্ষার পথ তৈরি করতে চায়।

সারদা কেলেঙ্কারির সি বি আই তদন্ত ক্রমশ এমন একটি পর্যায়ে এসে যাচ্ছে যেখানে ভীত তৃণমূল নেতৃত্ব এমনই এক প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ভয়কে জয় করতে চাইছেন। কিন্তু সারদার মাধ্যমে জনগণের সঞ্চয়ের টাকা তাঁরা কীভাবে আকণ্ঠ গিলে ধনবান হয়েছেন, তা একের পর এক যেভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়ে চলেছে, তাতে তাঁরা রক্ষা পাবার আর কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। তৃণমূল নেত্রী কর্মিসভায় কোন কোন পত্রিকা বা চ্যানেল পড়া বা দেখা যাবে না, তার নিদান দিচ্ছেন। লুকিয়ে চুড়িয়ে দেখতেও বারন করছেন। কেননা তিনি বুঝতে পারছেন, দলের একটি বড় অংশের কাছেও দল তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে শুরু করেছে। দলের নেতারা যে আসলে কোন পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে আছেন, তা উন্মোচিত করা এবং জনগণের সামনে তুলে ধরায় গণমাধ্যমের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। দলের অনুগামী কয়েকটি চ্যানেল ও দু-চারটি পত্র-পত্রিকা এখনও তৃণমূলের জয়গান গেয়ে চললেও দলের অনেকের মধ্যে তা প্রভাব বিস্তার করতে পারছেন না। সামান্য ঘনিষ্ঠ কথাবার্তায়ত্ত দলীয় অনুগামীরা ক্ষোভ চেপে রাখতে পারছেন না। অনেকে সক্রিয় থেকে অক্রিয় হয়ে পড়ছেন।

সর্বোপরি, সাধারণ মানুষ যা বোঝার তা ঠিকই বুঝে নিচ্ছেন এবং তৃণমূলি আক্রমণের ভয় জয় করে প্রকাশ্যে সমালোচনায়ত্ত অংশ নিচ্ছেন। তৃণমূলি সমাবেশে লোক কমছে। বিরোধীদের সমাবেশ বাড়ছে।

শুধু একটাই সংশয়। দিল্লি গিয়ে কংগ্রেস ও সর্বোপরি বিজেপির সঙ্গে রক্ষা করতে গিয়ে তৃণমূল নেত্রী এবার ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ক্রুদ্ধ চিত্তে ফিরে এলেও, পারস্পরিক স্বার্থে এমন সম্ভাবনাকে কি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায়? তৃণমূল তো দুই দলের সঙ্গে থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারে অংশ নিয়েছে। সাধারণ মানুষ তাই ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা ও সেই সঙ্গে রাজনৈতিক সমাপতন সম্পর্কে কিছুটা সংশয়েও রয়েছেন। ঘটনাক্রমই প্রমাণ করবে কোনটা ঘটতে চলেছে।

আক্রান্ত সাংবাদিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ নভেম্বর : যে মিডিয়ার হাত ধরে মমতা ব্যানার্জী মুখ্যমন্ত্রী হতে পেরেছেন সেই মা-মাটি-মানুষের সরকারের আমলে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা অথৈ জলে। খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রায়শই আক্রান্ত হচ্ছেন সাংবাদিকরা। এমনই এক ঘটনার শিকার আর প্লাস নিউজ চ্যানেলের জেলা সংবাদদাতা কৌশিক চক্রবর্তী। তিনি থানায় লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন ১৮ নভেম্বর রাত্রিতে বাড়ি ফেরার পথে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি মোটর বাইকে ধাওয়া করে ইট দিয়ে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে পড়ে যান। সহকর্মী সাংবাদিক সঞ্জয় কর্মকার বর্ধমান হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। তিনি এখনও চিকিৎসাধীন।

পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ঘটনা জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সকল সংবাদিকরাই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন।

এক ডজন প্রশ্ন

১. বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? কোথায় কবে মৃত্যু হয়েছিল?
২. আন্তর্জাতিক ছাত্রদিবস কবে কোন কারণে পালিত হয়?
৩. শ্রী অরবিন্দের প্রধান শিষ্যা শ্রীমার আসল নাম কী ছিল? কোথায় কবে জন্ম? কোথায় কবে মৃত্যু?
৪. ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই-এর আসল নাম কী? কোথায় কবে জন্ম? মৃত্যু কবে?
৫. কোন সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন? কবে?
৬. জয়পুর শহরটি কে কবে পত্তন করেন? স্থপতি কে ছিলেন?
৭. তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা কবে ধ্বংস করা হয়? তিতুমীর সহ কতজন শহিদ হন?
৮. প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ও সুরকার সলিল চৌধুরী কবে জন্মান? কবে মৃত্যু?
৯. টিপু সুলতান কবে কোথায় জন্মান? কবে শহিদ হন?
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কোন দেশের জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন?
১১. কার সুপারিশে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার কবে ভেঙে দেওয়া হয়?
১২. স্বাধীনতা সংগ্রামী, কমিউনিস্ট নেতা মহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল কবে প্রয়াত হন? জন্ম কবে?

(উত্তর শেষের পাতায়)

বিন্দু থেকে সিন্ধু

সুনামী গুপ্ত

স্মৃতি সততই সুখের নয়। তাই বিস্মৃতির মধ্যেই সান্ত্বনা। যে সব স্মৃতি জাগরুক হলে মনের ভেতরে দুঃখক্লেশের আবর্জনা জমে, বিবেক নামক এক বিশেষ বার্তায় আত্মধিক্কার বা অনুশোচনা ডেকে আনে, সেগুলিকে বিস্মৃতির আঁধারে পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো! বিশেষ করে জনগণের তথা সাধারণ মানুষের স্মৃতি নাকি খুবই দুর্বল! সুতরাং, পুলিশকে কে কবে চড় মেরেছিলেন কিংবা মুখে আলকাতরা বা ভুষোকালির প্রলেপে বিভূষিত করেছিলেন, সে সব কেই বা মনে রাখে। সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে প্ররোচনা দিয়ে, ধারাবাহিক রাস্তা অবরোধ করে, কোলকাতায় ম্যারাপ বেঁধে অনশন মঞ্চের নাটকের মধ্য দিয়ে অঘটন-পটিয়সী একজন কীভাবে নৈরাজ্যের জাল বিস্তার করেছিলেন, সে সব কথা মানুষ বোধ হয় ভুলেই গেছে, তাই না? আবার পবিত্র সংবিধানের বই হাতে নিয়ে এই রাজ্যের তাঁর অনুগামী বিধায়করা বিধানসভায় যে ভাঙচুর, গুণ্ডামিতে কলঙ্কিত করেছিলেন সংসদীয় গণতন্ত্রকে, সেই সব দৃশ্যপট কি ধূসর হয়ে গিয়েছে? আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবল বাসনা যখন মাঝে মাঝে ধাক্কা খায়, তখন হুংকার—আত্মহত্যা করব, গলায় দড়ি দিয়ে মরব, এইসব অমৃতবাণী কি ইথারতরঙ্গে ভেসে গিয়েছে?

দুর্ভাগ্য কি না জানা নেই, ইতিহাসের এক কুনাট্যের করুণ দৃশ্যে এই রাজ্য এখন এক অব্যবস্থিত চিত্ত (কেউ কেউ 'মেগালো ম্যানিয়াক' শব্দটি উচ্চারণ করবেন কি-না জানা নেই) প্রবল আত্মমনা সর্বোচ্চা-প্রশাসকের দাপাদাপিতে নানা ভাবে বিপর্যস্ত। অদূর অতীতে যিনি বা যাঁরা কথায় কথায় সি বি আই তদন্তের দাবিতে সোচ্চার হতেন, এখন সেই কণ্ঠস্বর সি বি আই-এর বাপ-বাপান্ত করছে। মনে মনে উচ্চারণ—ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। 'সারদা-কাণ্ড' আর 'খাগড়াগড় কাণ্ড' এখন এক সুতোয় বেঁধে সি বি আই এবং এন আই এ যে বিনুনি তৈরি করছে, তাতে এই রাজ্যে প্রশাসনিক সমস্ত স্তর আর সংশ্লিষ্ট শাসকদলের সসে-মিরা দশা। সারদা কাণ্ডের সি বি আই তদন্ত শুরু হতে না হতেই চিৎকৃত হুংকার—কে চোর? মুকুল চোর? কুনাল চোর? মদন চোর? টুম্পাই (সৃঞ্জয় বসু) চোর? আমি চোর? এখন সুদীপ্ত-দেবযানী আর তাদের পারিষদবর্গ তো বটেই, কুনাল ঘোষ এবং সৃঞ্জয় বসু এই দু'জন শাসকদলের রাজ্যসভার সাংসদ সি বি আই জালে বন্দী।

ছটফটানি বাড়ছে—বাড়তেই থাকবে। এই রাজ্যের এক দাপুটে মন্ত্রী প্রথমে বেলভিউ নার্সিংহোমে ভর্তি হয়ে স্বস্তি পান নি। তাঁর নাকি মেডিক্যাল বোর্ডের তত্ত্বাবধান বড়োই দরকার। সেখানে সবরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। মনে হচ্ছে যতো ধরনের রোগ থাকুক না কেন, তাঁর মূল রোগ হল—আতঙ্ক; ফোবিয়া। জানি না ডাক্তারি পরিভাষায় এর কি নাম হতে পারে? তবে, ভাষাবিজ্ঞানে 'সাদৃশ্য' অনুসারী 'প্যানক্রিয়াইটিস' শব্দের তালে 'প্যানিক্-ক্রিয়াইটিস' শব্দটি প্রয়োগ করা যায় কি না, তা বিবেচনা করা যেতে পারে। বর্ধমানের তৃণমূল ছাত্র-পরিষদের নেত্রী, পরবর্তীকালে 'সারদা'র আইনি পরামর্শ বিচার-বিমর্শর দায়িত্বে থাকা পিয়ালি মুখার্জির আত্মহত্যা না খুন—এই তদন্তকে ধামাচাপা দিলেও সংশয়-সন্দেহের প্রশ্ন, বিবেক-দংশন ক্ষতবিক্ষত করছে কি-না, 'ম্যাকবেথ' নাটকের প্রেতাত্মা-কাটামুণ্ডুদের দৃশ্য দেখে ম্যাকবেথের যেমন মুহ্যমান অবস্থা হয়েছিল, তেমনটাই কাউকে কাউকে তাড়া করছে কি-না, তা জানা নেই।

তবে একটি মহাজনবাণী কিন্তু সুভাষিত হয়ে এখনও গম্ গম্ করছে—'বিন্দু থেকে সিন্ধু'। সুদীপ্ত সেন, দেবযানী এবং স্মরণীয় কিছু মানুষের উপস্থিতিতে প্রশংসার নির্ঝর কল্লোলিত হয়েছিল—সুদীপ্ত যা করেছে, তা হলো বিন্দু থেকে সিন্ধু সৃষ্টির মতো। সুতরাং, (জনান্তিকে বলে রাখি) এই মানবকল্যাণকামী সংস্থায় হে গ্রাহকগণ আপনারা অকাতরে অর্থ বিনিয়োগ করুন। এমনতর আশ্বাসনে মুগ্ধ হয়ে আম-আদমি যে তাঁদের ভিটে-মাটি উচ্ছন্নে পাঠিয়ে শেষ কপর্দকটুকু লগ্নি করবেন তা খুব অস্বাভাবিক নয়। 'অতি-লোভে তাঁতী নষ্ট'—এ প্রবচনকে কেই বা মনে রাখে?

হুংকার চলছেই— দেখে নেবো—দিল্লিশাহীর সর্বনাশ করে ছাড়বো। কিন্তু এই 'নমো' যখন রক্তাক্ত কলঙ্কিত 'দাঙ্গা-মোদী' নামে কুখ্যাত অবস্থায় গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন, তখন তাঁর কাছে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন কে? সবাই জানে সে কথা। যিনি ভুলে গিয়েছেন বা ভুলে যেতে অভ্যস্ত—তিনি অবশ্য এসব কথা গায়ে মাখবেন না। নেহরুজির জন্য আয়োজিত সভায় দিল্লিতে গিয়ে ভা. জ. পা. র বর্ষীয়ান নেতা আদবানি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ এবং আরেকজন প্রভাবশালী মন্ত্রী অরুণ জেটলির সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেছিলেন যিনি, তিনি এখন তাদের বিরুদ্ধে গরল উগরে দিচ্ছেন।

খাগড়াগড়ের যে বাড়িতে একতলায় শাসকদলের অফিস, তার ওপরতলায় বিস্ফোরকের স্তূপ। সারদার টাকা শুধু এ রাজ্যের শাসকদের দলদাসেরাই নয়, সীমান্তের ওপারে নানা জায়গায় মৌলবাদী সন্ত্রাসের কুশীলবরা পেয়েছে, তার প্রমাণ এই দু'টি তদন্ত সংস্থার উদ্যোগে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। 'বিন্দু থেকে সিন্ধু'র স্বপ্নে মাতোয়ারা যাঁরা, তাঁদের আক্ষেপ, অনুশোচনা ঢাকার কোনও পথ নেই। হয়তো মনে মনে তাই পদাবলীর পংক্তি উচ্চারণ করছেন—

সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা?

মাফিয়ারাজ : অবাধে লুট হচ্ছে চাষজমির মাটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৯ নভেম্বর : চাষের জমি অন্য কাজে লাগানো যাবে না—এই নিয়ে নানা তোলপাড় হয়েছে এবং হচ্ছে—রাজ্য এবং দেশের নানা জায়গায়। হয়েছে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামেও। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের অন্যতম ইস্যু ছিলো কৃষিজমি। কিন্তু পরিবর্তনের পর কালনা মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় চাষ জমির মাটি অবাধে চুরি হয়ে যাচ্ছে। সৌজন্যে মাটি-মাফিয়ারা।

ভাগীরথী নদীর পশ্চিমপাড় বরাবর গড়ে উঠেছে অজস্র ইঁটভাটা। কথা ছিলো, নদীর জলের নিচে থাকা বালিমাটিকে প্রক্রিয়াকরণ করেই কাজে লাগাবে তারা। কিন্তু হচ্ছে উল্টো। কৃষিজমির মাটিই ব্যবহার হচ্ছে ইঁট তৈরিতে।

কালনার মাটি-মাফিয়াদের একটা সিণ্ডিকেট আছে। তোলা আদায়, নির্মাণ-সিণ্ডিকেটের মতো এদের দাপটও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। জনশ্রুতি, এদের পিছনে নাকি রয়েছে শাসকদলের মেজো-সেজোদের অশীর্বাদ। কোনও জমি নেবে মনে করলে বাঁধা দেবার কার্যত কেউ নেই। আগে ভূমি-সংস্কার দপ্তর খোঁজ-খবর নিতো, বাধা আসতো সরকারি দপ্তর থেকে। এখন মহকুমা শাসকের বাংলোর কাছ থেকেও মাটি কাটা হলেও দপ্তর চোখ বন্ধ করে থাকছে। মাটি-মাফিয়াদের এই দাপট কবে কমবে, কেউ জানে না। তাই আপাতত, মাটি-লুঠ চলছে চলবে।

পাট চাষে লাভ কমায় বিকল্প চাষে ঝুঁকছে কালনার চাষিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : বারবার পাটচাষে লোকসানে পড়ছে কালনার পাটচাষিরা। তাই এবার পাট চাষ থেকে মুখ ফেরাবে তিলচাষে। তার আগে একই জমিতে পেঁয়াজ চাষ করে বাড়তি লাভ তুলে নিতে চাইছে পাটচাষিরা।

একেই বলে ধরো তক্তা, মারো পেড়েক। না হলে জমির আলেই গাছধান রেখে দিয়েই সেই জমিতে পেঁয়াজের চারা রোপণ। এরকম দ্রুত পেঁয়াজ চাষকরার কথা কৃষকরা পূর্বে কোনো দিনই ভাবেনি। এবার ভাবছে। কারণ পেঁয়াজ ওঠার পর সেই জমিতে সাধারণত পাট চাষ হতো। এবার পরিস্থিতির চাপে পাটের বিকল্প হিসাবে ব্যাপক তিল চাষ হবে। আর তিল-চাষের জন্যই পূর্বের থেকে পেঁয়াজ চাষ একটু আগেভাগে করাই জরুরি হয়ে উঠেছে।

কালনা মহকুমার পাঁচটি ব্লকে এক হাজার পাঁচশো পঁচিশ হেক্টর জমিতে সুখসাগর প্রজাতির পেঁয়াজ চাষ হয়। পেঁয়াজের দাম ভালো পাওয়ায় এই চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি দপ্তরের আশা, এবছরও পেঁয়াজ চাষের এলাকা বৃদ্ধি পাবে। সাধারণত পেঁয়াজ তুলে সেই জমিতে পাট চাষ হতো। কিন্তু পাট শিল্প সিন্থেটিক লবির চাপে প্রতিনিয়ত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। স্বাভাবিক কারণেই পাটের দাম নেই, ফলে পাট চাষে ব্যাপক লোকসান হচ্ছে। তাই কালনার কৃষকরা পাটের বিকল্প হিসাবে তিল চাষ করবেন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কিন্তু তিল চাষে লাভ করতে হলে পাট কেনার থেকে ১৫/২০ দিন আগেই জমিতে তিলের বীজ ছড়ানো জরুরি। নাহলে বর্ষার বৃষ্টিতে তিল পচে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই বর্ষার আগেই তিল কাটতে হলে পেঁয়াজ চাষও একটু আগে থেকেই করা জরুরি। সেই জরুরি তাড়না থেকেই কৃষকরা ধান কেটেই পেঁয়াজ চাষ করছেন। তারপর বীজ বাড়ি নিয়ে গিয়ে ঝাড়াই-এর কাজ করবেন। জলদি পেঁয়াজ চাষ করার ছবি এখন কালনা মহকুমা জুড়ে।

অন্য সংস্কৃতি

অণু গল্প এক

ঘাতক

কাকলি ঘোষ

দুই

—ধর ধর শালাকে।

শ্যামলের দল তাড়া করে ছুটতে থাকে সুমিতকে ধরার জন্য। আর একটু জোরে ছুটতে হবে। সুমিত প্রাণপণে ছুটতে থাকে। এসে গেছে চন্দনদের বাড়ি। জোরে ধাক্কা দেয় দরজায়।

—চন্দন, চন্দন, দরজা খোল, দরজা খোল শিগগিরি। চন্দন-চন্দন—

রাত ন'টা। চন্দনরা তখন খাবার টেবিলে।

—মা, সুমিতের গলা না, এতরাতে— দরজাটা খুলি।

—না চুপ করে বোস। সন্ধ্যে বেলায় ওপাড়ায় বোমা পড়েছে। কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বি। দরজা খুলতে হবে না।

—মা, সুমিতের বিপদে আমি দাঁড়াব না? কী বলছ তুমি?

—ওর বা কী দরকার ছিল মদের ঠেক ভাঙার? শ্যামলদের সঙ্গে লাগার?

—মা, কী বলছ? মদ, সাট্টা, মেয়েদের অসম্মান করা—এসব তো ওরা নিত্যদিনের অভ্যাস করে ফেলেছে। এর প্রতিবাদ করব না?

—কী হলো প্রতিবাদ করে। এই তো ছুটে বেড়াচ্ছে।

—চন্দন, দরজাটা খোল। ওরা এসে পড়বে। প্লিজ দরজাটা খোল।

চন্দন দরজা খোলে না। সুমিত ছুটতে থাকে। ছুটতে থাকে। সামনে রেললাইন। সুমিত ছুটতে গিয়ে লাইনে পা লেগে পড়ে যায়। শ্যামলরা ওকে তখন ধরে ফেলে। সাত-আট জন মিলে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করে সুমিতকে।

বেল বাজানোর শব্দে ঘুম ভেঙে যায় অনুপমার। অঞ্জলি কাজে এসে গেছে। দরজাটা ঘুমচোখে খোলে অনুপমা। দরজা খুলতেই অঞ্জলির কথার তোড়ে উড়ে যাবার মতো অবস্থা অনুপমার।

—বৌদি এখনও ঘুমাচ্ছ? ছোটদার বন্ধু, ঐ যে সুমিতভাই, ওকে কাল রাতে খুন করেছে। রেললাইনের ধারে পড়ে আছে। কুপিয়ে খুন করেছে। আহা দেখা যায় না। আট টুকরো করেছে।

অনুপমা স্তব্ধ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত খুন করে দিল সুমিতকে। আহা মায়ের কোল খালি করে দিল।

—কারা করেছে জানতে পারলে? পুলিশ এসেছে?

—কারা আর করবে। ওই শ্যামলরাই করেছে। সব ফেরার হয়ে গেছে গো। ওদের মদের ঠেক ভেঙেছে, মেয়েদের টিটকারি মারা বন্ধ করতে গেছিল না সুমিত ভাই। তাই তো ওকে মেরে দিল। পুলিশ আমাদের হাতে তুলে দিক না শ্যামলকে। ওকে কেমন করে মারি সবাই মিলে দেখবে।

অনুপমা আস্তে আস্তে ডাইনিং টেবিলে এসে বসে। সুমিতের খুনি শ্যামল। আর আমি, চন্দন, আমরা কি খুনি নই? কালরাতে যদি দরজা খুলে দিতাম তাহলে কি সুমিতকে এভাবে মরতে হতো? জানলার বাইরের দিকে অনুপমা তাকিয়ে থাকে। চন্দন এসে পাশে দাঁড়ায়—মা, আমি সব শুনেছি। আমি পারলাম না সুমিতকে বাঁচাতে। আমার সাহায্য চেয়েছিল সুমিত। কিন্তু পারলাম না। বড় স্বার্থপর আমরা। বড় স্বার্থপর মা।

অঞ্জলি ঝাঁটা নিয়ে ডাইনিং-এ এসে মা-ছেলেকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে বলে—

কী হয়েছিল বৌদিমনি? তোমরা কিছু জানতে?

—না, না, আমরা কী জানব? আমরা কিছু জানিনা। কাল তো আমরা আটটার মধ্যে খেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম।

—বৌদি গো এটাই তোমাদের রোগ। সব কিছু লুকোতে চাও। সব কিছুতে ভয় পাও। সব কিছু থেকে পালানো তোমাদের স্বভাব।

—আমরা ভয় পাই ঠিক। তোরাও তো বাঁচাতে পারলি না।

—যদি একবার জানতে পারতাম তাহলে ঐ শ্যামলের দলকে ওখানেই পিটিয়ে মেরে আসতাম।

—তোদের বস্তির ছেলেরাই তো এর মধ্যে আছে।

—সব ছেলে তো নেই। তিন-চারটে ছেলে আছে। ওদের হাতে আছে প্রচুর টাকা, মদ, বন্দুক। কিন্তু আমরা আর ছাড়ছি না। আজ আমরা থানা ঘেরাও করব। শ্যামলকে ফাঁসির দড়ি না পরিয়ে আমাদের শান্তি নেই।

অঞ্জলি খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। অনুপমা ভাবে, তারা কোনোদিন মানুষ হতে পারেনি। ড্রইংরুমে বসে শুধু বড় বড় কথা বলেছে আর ছেলেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবেছে। নিজেদের কথা ভাবেনি, ছেলেদের কথাও না। তারা ছোটবেলা থেকে শুধু পালাতে শিখেছে। মুখোমুখি হতে শেখেনি।

আজ নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনুপমা ভাবে—শুধু শ্যামল ঘাতক নয়, তারা সকলেই এক একজন ঘাতক। আগামীর পৃথিবীর হত্যাকারী।

ফুল ফুটবেই

পার্থ চৌধুরী

শীতের দুপুরে দরদস্তুর করে গাছ কিনছিলেন গাছমামা। সোয়েটার-মাফলার, ভিতরে উলিকট। এদিকে সূর্য বেরসিকের মতো আজ বেশ চড়া। ফলত দরদর করে ঘামছেন তিনি।

আজ আর স্কুলে যাননি। স্কুলে পড়ান। পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে বোঝান। 'গাছ আমাদের বন্ধু'। শুধু বোঝান না, রাস্তার পাশে ফাঁকা একচিলতে, বোয়াকের পাশটিতে, নয়নজুলির ঘরটিতে তার লাগানো গাছেরা চন্দ্রকলার মতো বাড়তে থাকে। স্কুলে যাতায়াতের পথে হাত বুলিয়ে দেন ওদের পাতায়। তিরতির করে কেপে ওঠে গাছ। যেন সাড়া দেয়।

ওপাশ দিয়ে যেতে যেতে কথায় কথায়। থামতেই হলো। গাছমামা খানিক চড়া—'তুমি আমায় গাছ চেনাচ্ছো? জানো আমি বিয়ে বাড়ি, শ্রাদ্ধ বাড়ি, সব জায়গায় গাছ উপহার দিই। অন্য কিছু দিই না।'

দোকানদার কার্ত্তিক নাছোড়। বোঝাতে থাকে—'তা কি আর জানি না মামা। তবে ও গাছ আপনাকে দিতে পারবো না।'

'কেন হে ছোড়া? আমায় তো দিতে হবে' —মামার গলা চড়তে থাকে।

'পারব না'—কার্ত্তিক জোর দিয়ে বলে।

'পারতে হবে'—মামার ধমক।

লোক জমতে থাকে। আমিও দাঁড়িয়ে পড়ি। উদ্রগ্রীব হয়ে শুনি— 'কি হলো কার্ত্তিক?'

কার্ত্তিক যেন একটা খড়কুটো পেল। বলল—'ওই তো দেখুন না। উনি কেমন ছেলেমানুষি করছেন?'

'বেশ করছি'—গাছমামা ফেটে পড়লেন।

'তোমার প্রবলেমটা কোথায়?' আমি বিচার করি।

'উনি তো কিনতেই চাইছেন। তুমি তো বেচার জন্যই এসেছো'।

'না না ওগুলো গ্লাডিওলা। সিজন শেষের মুখে। তাই অবিক্রি গাছগুলো সরিয়ে রেখেছি। ওনার ওটাই চাই।'

'হ্যাঁ। তাতে কি?— দিয়ে দাও'

'দিয়ে কী হবে? উনি বারোমেসের খদ্দের।'

দোকানের লক্ষ্মী। ও গাছে আকাশ পাতা হবে। ফুল হবে না কখনোই।

'তাহলে? ... আমি মামুর দিকে তাকাই—মামু যেন বিচলিত, উদ্বিগ্ন, আহত সব একমানে বললেন—'ওরে পাগলা। ফুলটাই কি সব হল? গাছ কিছু নয়?'

আমি বোকার মতো বলি—'ফুল ছাড়া ফুল গাছ?'

'ফুল ফুটুক না ফুটুক। বসন্ত আসবেই ভাগ্নে। একদিন মিলিয়ে নিয়ো।'—মামার জবাব।

শপথ

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

বুক চিতিয়ে আগুনে হাত দাও
হাত পুড়বে, পুড়তে পুড়তে পথ
যন্ত্রণাতেও পথের উজ্জ্বলতা
যন্ত্রণাতেও নীল আকাশের চাঁদ
পুড়তে পুড়তে
হারিয়ে যাবে ব্যথা, পথের গানে
রক্তশপথ, হাতেই রাখো হাত।

মিডিয়ার সাম্প্রতিক চালচিত্র নিয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৯ নভেম্বর : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ-জ্ঞাপন বিভাগ ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের মৌলনা আবুল কালাম আজাদ ইন্সটিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ-এর সঙ্গে যৌথ ভাবে ১৯-২০ নভেম্বর, ২০১৪ 'দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের মিডিয়ার সাম্প্রতিক চালচিত্র' বিষয়ে দু'দিন ব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ ক্যাম্পাসে কেন্দ্রীয় ক্যানটিন-এর সেন্ট্রাল হলে। আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ স্মৃতিকুমার সরকার। আলোচনাচক্রের উদ্দেশ্য ও প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করে স্বাগত ভাষণ দেন গণজ্ঞাপন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক রাজেশ দাস। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ জন ভার্গিস ভিল্লানিলম, ঢাকা আন্তর্জাতিক ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য ডঃ মহম্মদ গোলাম রহমান, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপিকা শাশ্বতী গঙ্গোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক মুগ্ধ সেনগুপ্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতীয় রেলের পক্ষে আধিকারিক রবি মহাপাত্র উপাচার্য স্মৃতিকুমার সরকারের হাতে ভারতীয় রেলের একটি লোকোমোটিভ ইঞ্জিন-এর মডেল স্মারক তুলে দেন। মাননীয় উপাচার্য ভারতীয় রেলের উপর তাঁর একটি গবেষণা কাজের উল্লেখ করে সানন্দে উপহারটি গ্রহণ করেন।

প্রথম দিনের আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক বুড়োশিব দাশগুপ্ত, কলকাতা আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ অধ্যাপিকা এবং প্রধান শ্রীমতী গজালা ইয়াসমিন, সৌমজিৎ ব্যানার্জি, শাশ্বতী গোস্বামী। আলোচকবৃন্দ লোকসভা নির্বাচন- ২০১৪, রাজীব গান্ধি হত্যা পরবর্তী ঘটনা ছাড়াও বর্তমান ভারতে সংখ্যালঘু নির্ভরতা রাজনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনাবলীর বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমগুলির চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে নানা মন্তব্য তুলে ধরেন। জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর বিশ্বজিৎ দাস-এর প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় আলোচনাচক্রটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। একসময় তিনি বলেন, তাঁর ছাত্রাবস্থায় গণ-জ্ঞাপন বিভাগের শিক্ষকরা বলতেন, সত্য - অর্ধসত্য এবং মিথ্যা নিয়ে সংবাদ মাধ্যম প্রতিদিন মানুষকে উত্তেজিত করার চেষ্টা চালায়। কথাটা আজকের দিনেও খাঁটি বলে মনে হয়, আজকের সংবাদ মাধ্যম বোধহয় সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। সংবাদপত্রের খেলার পৃষ্ঠাটি দেখলে বোঝা যায় প্রকৃত সত্য এখানেই থাকে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসটি প্রায়সই অর্ধসত্য হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। বাকি পৃষ্ঠাগুলি বলতে গেলে মিথ্যার জঞ্জাল। যাই হোক সাম্প্রতিক সময়ে সংবাদ মাধ্যম খুবই গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক জনজীবনে।

ষোড়শ বর্ধমান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৯ নভেম্বর : ষোড়শ বর্ধমান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৪-এর উদ্বোধন হল স্থানীয় সংস্কৃতি লোকমঞ্চে। ২০ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের অঙ্গ হিসাবে এই উৎসব। ১৯৯৯ থেকে শুরু। এই উৎসবের উদ্বোধন করেন উৎসবের উদ্বোধনী ছবি রামধনু-র অন্যতম পরিচালক ও অভিনেতা শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। নন্দিতা রায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে ছবিটি পরিচালনা করেছেন জানিয়ে তিনি বলেন, সিনেমা ভয়ংকর নেশার, আবার ভয়ংকর আবেগের। তবু আমাদের রাজ্যে ৭৫০টি সিনেমা হলের জায়গায় আজ মাত্র ৪৫০টি হল চালু আছে। মাল্টিপ্লেক্স-এর সংখ্যা এরাজ্যে মাত্র ২৭। সে জায়গায় মুম্বাইয়ে ৮৭টি মাল্টিপ্লেক্স আছে। বাংলা ছবিকে বাঁচাবার দায় নিতে

হবে বাংলার দর্শকমণ্ডলীকে। সংস্কৃতি প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত দর্শকদের সংখ্যায় আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, তাঁর নতুন ছবি 'বেলা শেষে', কাজ শুরু হচ্ছে আগামী ২৪ নভেম্বর থেকে। সেই ছবিও নিশ্চয় বর্ধমানের দর্শকমণ্ডলীর প্রসাদ লাভ করবে!

বক্তব্য রাখেন জেলা সভাধিপতি দেবু টুডু, এডিএম জেলা পরিষদ হৃষিকেশ মুদি, জেলা পরিষদের অন্যতম কর্মাধ্যক্ষ নারায়ণ হাজরা প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন সম্পাদক বিভাসরঞ্জন দাস এবং ধন্যবাদ জানান ডঃ সত্যদর্শন দত্ত। বিশিষ্টদের মধ্যে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ এস কে দাস, শুক্তিশুভ্র সাহানা এবং উমা সাঁই। উদ্বোধনের দিন একটিই ছবি দেখানো হয় 'রামধনু'। উৎসব চলবে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন দুটি করে চলচ্চিত্র দেখানো হবে।

লড়াইয়ের ময়দানে শিল্পী-সাহিত্যিকগণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : সম্প্রতী দুর্গাপুর স্টেশন সংলগ্ন দুর্গাপুর গেস্টহাউসে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের দুর্গাপুর ২ আঞ্চলিক কমিটির ৮-ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পরেশ মণ্ডল। ১৬৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ৭ জন প্রতিনিধি রিপোর্টের উপর আলোচনা করেন এবং ৯ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে গান-আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করেন। সম্মেলন ২১ জন সদস্যের দুর্গাপুর পূর্বাঞ্চল কমিটি ও ১৯ জন সদস্যের দুর্গাপুর পশ্চিমাঞ্চল কমিটি নির্বাচিত করেছে। দুর্গাপুর-২ আঞ্চলিক কমিটি ভেঙে দুটি কমিটি গঠিত হয়েছে। আঞ্চলিক কমিটি ভাগের প্রেক্ষিতে বক্তব্য রাখেন জেলা যুগ্মসম্পাদক সুকমল ঘোষ । দুর্গাপুর পূর্বাঞ্চলের সভাপতি হয়েছেন কবি ঘোষ, যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন অনির্বাণ রায় এবং শিবাশিস চ্যাটার্জী। দুর্গাপুর পশ্চিমাঞ্চলের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন অশোক মজুমদার। যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন নির্মল চৌধুরী এবং সুজয় মিত্র। আগামী ৩০ নভেম্বর রানিগঞ্জে অনুষ্ঠিতব্য জেলা সম্মেলনের আগেই সব কটি সম্মেলনের কাজ শেষ করতে হবে। গত ১৬ নভেম্বর বর্ধমান শহর কমিটির

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল জাগরীতে। সম্মেলন উদ্‌বোধন করেন প্রদীপ দে। সলিল ভট্টাচার্যকে সভাপতি ও বিকাশ বিশ্বাস ও আবুল হাসানকে যুগ্মসম্পাদক করে ২৮ জনের কমিটি গঠিত হয়েছে।

চিত্র প্রদর্শনী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৯ নভেম্বর : 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' নামে একটি চিত্র প্রদর্শনী হল গোলাপবাগের কাছে রমনার বাগানের বর্ধমান বিজ্ঞান কেন্দ্রে। উন্নয়নের এই চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষা ডা. মঞ্জুশ্রী রায়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর নিরঞ্জন গুপ্তা, প্রদর্শনীর আঞ্চলিক অধিকর্তা মিতা চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রদর্শনী চলবে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত।

বৃহৎ লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ঠিকা শ্রমিকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১৭ নভেম্বর : আজ সকালে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার মেইন গেটে ইউনাইটেড কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, সি আই টি ইউ-এর ডাকে উচ্ছেদ হওয়া ঠিকা শ্রমিকদের অবিলম্বে পুনর্বহাল, বেতন-চুক্তি অনুসারে ঠিকা শ্রমিকদের বেতন, চুক্তি অনুসারে বি-লিস্ট, নোটিফায়েড ভুক্ত ঠিকা-শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ ও অবিলম্বে কারখানায় ঠিকা শ্রমিকদের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে একটি বিশাল গেটসভা হয়। কার্যত তৃণমূলের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ব্যাপক সংখ্যায় কর্মরত ও উচ্ছেদ হওয়া শয়ে শয়ে ঠিকা শ্রমিকদের উপস্থিতি বুঝিয়ে দেয় যে তৃণমূলের শ্রমিক-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছে। জেনারেল শিফটে কারখানার ঢোকার মুখে বহু ঠিকা, এমনকি স্থায়ী শ্রমিকরা কিছুক্ষণের জন্যে সভার বক্তব্য শোনার জন্য দাঁড়িয়ে সংহতি জানিয়ে যান।

বিগত ৬ দশক ধরে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ঠিকা শ্রমিকদের রুটি-রুজির ও স্থায়ীকরণের লড়াইয়ে ইউ সি ডব্লু ইউ-এর অন্যান্য নেতৃত্ব সারা ভারতে ঠিকা শ্রমিকদের আন্দোলনে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে কোনো শ্রমিক উচ্ছেদ হওয়া

তো দুরে থাক বরং ইউ সি ডব্লু ইউ-এর আন্দোলনের ফলে দলমত নির্বিশেষে ঠিকা শ্রমিকরা স্থায়ী শ্রমিক হয়েছেন।কিন্তু গত ২০১১ সালে তৃণমূল সরকার তৈরি হওয়ার সাথে সাথে, ঠিকা শ্রমিক ও ইউ সি ডব্লু ইউ-এর উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ নেমে আসে। তৃণমূলিদের শারীরিক আক্রমণে অনেকে জখম হয়। নিরাপত্তা দেখার বদলে পুলিশ ইউ সি ডব্লু ইউ নেতা ও কর্মীদের অসংখ্য মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেয়। ইউ সি ডব্লু ইউ-এর নেতৃত্ব সহ ৩৫০০-এর বেশি ঠিকা-শ্রমিককে সি আই টি ইউ করার অপরাধে কারখানা থেকে উচ্ছেদ করা হয়।

বর্তমানে কারখানার অভ্যন্তরে তৃণমূলিদের নৈরাজ্য চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। তৃণমূল, ঠিকাদার ও কারখানার আধিকারিকদের একাংশের অশুভ আঁতাত কর্মীদের চুক্তি অনুসারে প্রাপ্য মজুরির বদলে অনেক কম মজুরি নিতে বাধ্য করছে। অন্যান্য অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই অবস্থায় আজকের গেটসভা ঠিকা শ্রমিকদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। এই সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুবীর সেনগুপ্ত।

টোলট্যাক্স অফিস পুড়িয়ে দিল দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, খণ্ডঘোষ, ২৩ নভেম্বর : বাঁকুড়া রোডের সালুন গ্রাম থেকে দামোদর নদ পর্যন্ত রাস্তাটি বালি বোঝাই লরির দাপটে চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। কয়েকটি গ্রামের মানুষের দুর্ভোগের অন্ত নেই। রাস্তাটি মেরামতের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে টোলট্যাক্সের অফিস হল জেলা পরিষদের। ২১ নভেম্বর রাতে টোলট্যাক্সের অফিসটা পুড়িয়ে দিল দুষ্কৃতীরা। টোলট্যাক্স আদায়কারী সংস্থার অভিযোগ দায়িত্ব নেবার পর থেকেই খণ্ডঘোষের বি ডি ও, টোলট্যাক্স বন্ধ করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। ২০ নভেম্বর বি ডি ও টোলট্যাক্স অফিস বন্ধ করার হুমকি দেন বলে টোলট্যাক্স আদায়কারী সংস্থার অভিযোগ। পরের দিনই রাতে ট্যাক্স অফিসটি পুড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। জেলা সভাধিপতি জানান, টোলট্যাক্স অফিসটি জেলা পরিষদের, থানার অভিযোগ জানাতে বলা হয়েছে।

Memo No. 107(58) / ICA/BDN/(ADVT), Dated - 20\11\2014

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৯০৮ সালের ১৭ নভেম্বর, বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষের ওঁয়াড়িগ্রামে, পাটনাম ১৯৬৫ সালে ১৯ জুলাই; ২। ১৭ নভেম্বর, ১৯৩৯ সালের ১৭ নভেম্বর নাজি সৈন্য বাহিনী প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করেছিল; ৩। মীরা রিশার, জন্ম প্যারিসে ২১-২-১৮৭৮, মৃত্যু পণ্ডিচেরীতে ১৭-১১-১৯৭৩; ৪। মণিকর্নিকা, জন্ম বেনারসে ১৮৩৫ সালে ১৮ নভেম্বর, মৃত্যু ১৭-৬-১৮৫৮; ৫। সাহিত্যিক জর্জ বার্ণার্ড শ, ১৯২৫ সালের ১৮ নভেম্বর; ৬। মহারাজ দ্বিতীয় জয়সিংহ, ১৭২৮ সালের ১৮ নভেম্বর, স্থপতি বিদ্যাধর চক্রবর্তী; ৭। ১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর, ৫০ জন; ৮। ১৯২৫ সালের ১৯ নভেম্বর, মৃত্যু ১৯৯৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর; ৯। ১৭৫১ সালের ২০ নভেম্বর, মহীশূরের দিবনহালিতে, শহিদ ১৭৯৯ সালের ২৬ নভেম্বর; ১০। ভারত, বংলাদেশ-এর শ্রীলঙ্কা; ১১। রাজ্যপাল ধরমবীর, ১৯৬৭ সালের ২১ নভেম্বর; ১২। ১৯৯১ সালের ২১ নভেম্বর, জন্ম ১০-৬-১৯০৩।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি তড়িৎ কুমার ঘোষ, পিতা - প্রয়াত অজিত কুমার ঘোষ, গ্রাম ও পোঃ - তালিত, জেলা - বর্ধমান। নোটারি বর্ধমানের নিকট ৮ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম SOUMYADIP GHOSH , যা জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত SOUMADIP GHOSH নথিভুক্ত হয়েছে। SOUMYADIP GHOSH এবং SOUMADIP GHOSH এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি মইনুল ইসলাম সেখ, পিতা - নজরুল ইসলাম সেখ, গ্রাম - বেলুট, পোঃ - পাল্লারোড, (আর. এস) থানা - মেমারি, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৯ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম ফারহান ইসলাম সেখ, যা জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত ফারহান আজহার ইসলাম, পিতা - মইনুল ইসলাম নথিভুক্ত হয়েছে। ফারহান আজহার ইসলাম, পিতা -মইনুল ইসলাম এবং ফারহান ইসলাম সেখ, পিতা - মইনুল ইসলাম সেখ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি পরেশ মল্লভ, পিতা - প্রয়াত পটল মল্লভ, গ্রাম - পাড়াপুকুর, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৮ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার দ্রৌহিত্রর প্রকৃত নাম রুদ্র বাউরী, পিতা - সাধন বাউরী। যা জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত অনিরুদ্ধ বাউরী, পিতা - সাধন বাউরী নথিভুক্ত হয়েছে। অনিরুদ্ধ বাউরী, পিতা - সাধন বাউরী এবং রুদ্র বাউরী – পিতা - সাধন বাউরী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি অভিজিৎ সরকার, পিতা - বাসুদেব সরকার, গ্রাম - ফতেপুর, পোঃ - নলে, থানা - মাধবডিহি, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম অভিজিৎ সরকার। যা রেশনকার্ডে ভুলবশত অভিজিৎ ঘোষ, পিতা - বাসুদেব ঘোষ নথিভুক্ত হয়েছে। অভিজিৎ সরকার, পিতা - বাসুদেব সরকার এবং অভিজিৎ ঘোষ, পিতা বাসুদেব ঘোষ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি অভিজিৎ সরকার, পিতা - বাসুদেব সরকার, গ্রাম - ফতেপুর, পোঃ - নলে, থানা - মাধবডিহি, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম অঙ্কিতা সরকার। যা রেশনকার্ডে ভুলবশত অঙ্কিতা ঘোষ, পিতা - অভিজিৎ ঘোষ নথিভুক্ত হয়েছে। অঙ্কিতা সরকার, পিতা - অভিজিৎ সরকার এবং অঙ্কিতা ঘোষ, পিতা অভিজিৎ ঘোষ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি বিউটি সরকার, স্বামী - অভিজিৎ সরকার, গ্রাম - ফতেপুর, পোঃ - নলে, থানা - মাধবডিহি, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম বিউটি সরকার। যা রেশনকার্ডে ভুলবশত বিউটি ঘোষ, স্বামী - অভিজিৎ ঘোষ নথিভুক্ত হয়েছে। বিউটি সরকার, স্বামী - অভিজিৎ সরকার এবং বিউটি ঘোষ, স্বামী - অভিজিৎ ঘোষ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি বিভাবতী সরকার, স্বামী - বাসুদেব সরকার, গ্রাম - ফতেপুর, পোঃ - নলে, থানা - মাধবডিহি, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম বিভাবতী সরকার। যা রেশনকার্ডে ভুলবশত বিভা ঘোষ, স্বামী - বাসুদেবঘোষ নথিভুক্ত হয়েছে। বিভাবতী সরকার, স্বামী - বাসুদেব সরকার এবং বিভা ঘোষ, স্বামী - বাসুদেব ঘোষ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সেখ গুল মহম্মদ, পিতা - সেখ গোলাম আম্বিয়া, গ্রাম - জ্যোৎসাদি, পোঃ - বন্তির, থানা - রায়না, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২০ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম সেখ রোহিত। যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত সেখ রোহিত মহম্মদ নথিভুক্ত হয়েছে। সেখ রোহিত এবং সেখ রোহিত মহম্মদ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি মঙ্গলা মুখার্জী, স্বামী - প্রবীর মুখার্জী, সূর্যনগর, মিরছোবা, পোঃ - শ্রীপল্লী, জেলা - বর্ধমান। নোটারি পাবলিক বর্ধমানের নিটক ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, অমার প্রকৃত নাম মঙ্গলা মুখার্জী যা রেশনকার্ডে ভুলবশত হরিমঙ্গলা মুখার্জী (চ্যাটার্জী) নথিভুক্ত হয়েছে। মঙ্গলা মুখার্জী এবং হরিমঙ্গলা মুখার্জী (চ্যাটার্জী) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সুব্রত ঘোষ, পিতা - প্রয়াত অজয় প্রসাদ ঘোষ, গ্রাম ও পোঃ - ওঁয়াড়ি, থানা - খণ্ডঘোষ, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দুর্গাপুরের নিকট ২১ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম অর্ণা ঘোষ, যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত রাকা ঘোষ নথিভুক্ত হয়েছে। অর্ণা ঘোষ এবং রাকা ঘোষ, পিতা সুব্রত ঘোষ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

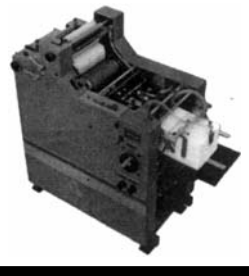
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
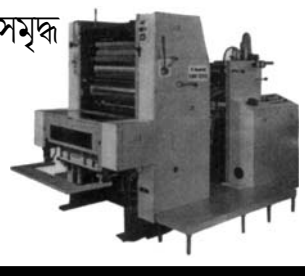
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা